বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(বাংলাদেশ ব্যাংক , বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৩-৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-২৯
৬(১)	চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য	৩০-৩১
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৫/০৫/১৪২১ বঃ
২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

২১/০৮/২০১৪

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছর এবং অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২১/০৭/২০১৪ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	(BTB) বিটিবি	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C (HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১$^{১/২}$ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	(ETP) ইটিপি	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	(FBPN) এফবিপিএন	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	(FBP) এফবিপি	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	(IDCP) আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	এলটিআর (LTR)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংক বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	(LIM) লিম	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	(PAD) পিএডি	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	(LC) এলসি	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	(PC) পিসি	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	(PSC) পিএসসি	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।

২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonored) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো),সিসি(প্লেজ),প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:- লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়ই।
৩২।	ইইএফ	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
৩৩।	এসটিএল	=	Short Term Loan	-
৩৪।	এসএমএ	=	Special Mention Account	-
৩৫।	বড্র	=	Bordereaux	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাবীকের সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানীর দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে।
৩৬	CRC	=	Central Rating Committee	-

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	সমমূলধন সহায়তায় ইইএফ সার্কুলার অমান্য করে ঋণ বিতরণের ফলে অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১১,৮২,৫৯,০০০
২	রপ্তানির দীর্ঘদিন পরও বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৩৭,০৯,৩৯,০১৪
৩	গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও শর্তাবলী উপেক্ষা করে বারবার পুনঃতফসিল করায় অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	২,৭০,৩০,৮৭৮
৪	পর্যাপ্ত সহজামানত এবং আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল করে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩,৬৪,৭০,০০০
৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত প্রদত্ত পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রাহক কর্তৃক গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০,৫৯,০৬,০০০
৬	অনিয়মিতভাবে বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক লিমিট বৃদ্ধি করে বারবার সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়ন এবং মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৭৮,৪৭,০০০
৭	বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদনে ডিএফ (Doubtful) শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া সত্ত্বেও গাজী নার্সারী প্রাইভেট লিমিটেডকে টার্ম লোন এবং এসটিএল প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৬৪,৯২,৪৭৭
৮	ঋণ বিতরণ নীতিমালা/শর্ত লংঘন করে বারবার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারণে মন্দ-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি টাকা।	৫,১০,৪৮,৫৮২
৯	ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মেসার্স ই,এল হোসেন এন্ড কোং এর ঋণ হিসাবটি প্রতি বছর নবায়ন, লিমিট বৃদ্ধি এবং সিসি(হাঃ) হিসাব ডেবিট করে এসটিএল হিসাবে জমা দেখানো ও এসটিএল হিসাব ডেবিটপূর্বক সিসি(হাইপো) ক্রেডিট করা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৮৬,৫৭,৮৭৫
১০	বিসিআইসি থেকে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৮টি চেকের বিপরীতে প্রাপ্ত টাকা বিসিআইসির নামে হিসাবভূক্ত না করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবভূক্ত করে পলিসি ইস্যু দেখিয়ে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সহবীমা বাবদ অর্থ পাচার করায় ক্ষতি টাকা।	১,৯৬,৮৯,০৯২
১১	রহস্যজনক অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার বিপরীতে নাকচযোগ্য পুনঃ বীমা দাবী পরিশোধের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ক্ষতি ।	২,০৩,৮৯, ৫৮৭
১২	নাকচ হওয়া পুনঃ বীমা যাচাই বাছাই না করে সরবরাহকৃত ভুয়া তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিশোধ করায় সংস্থার ক্ষতি।	৩৮,৫৮,৫২২
১৩	দেশী ও বিদেশী ইন্সুরেন্স কোম্পানীর নিকট পাওনা প্রিমিয়ামের টাকা আদায়/সমন্বয় না করে চুক্তি সম্পাদন করায় দীর্ঘদিনের অনাদায়ী।	২৬০,৭৮,৯৩,০০২
১৪	বীমা আইন ও পলিসির শর্তের পরিপন্থী হওয়ায় নাকচকৃত পুনঃ বীমাদাবী সমঝোতার মাধ্যমে পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ক্ষতি।	৩,৫৭,০৩,৮১৩
১৫	বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা মন্তব্য।	-
১৬	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা মন্তব্য।	-
	মোট	৩৪৫,০১,৮৪,৮৪২

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০০২ হতে ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল
১	বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৪-০৮-২০১১ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত
৩	বেসিক ব্যাংক লিঃ, খুলনা শাখা, খুলনা	১৪-০৩-২০১২ খ্রীঃ হতে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, বগুড়া শাখা, বগুড়া	৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোন	১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৬-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ সমমূলধন সহায়তায় ইইএফ সার্কুলার অমান্য করে ঋণ বিতরণের ফলে অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১১,৮২,৫৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সমমূলধন সহায়তার আওতায় ঋণ প্রদান সম্পর্কিত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- সমমূলধন সহায়তায় ইইএফ (ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যান্যারশীপ ফান্ড) সার্কুলার অমান্য করে ঋণ বিতরণের ফলে অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১১,৮২,৫৯,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।**

(ক) জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মূল্যায়িত বিশ্বমানের দ্বিমাত্রিক এনিমেটেড ফিল্ম উৎপাদন করার জন্য দি ডিকোড লিঃ নামক প্রকল্পের অনুকূলে ২২-০৩-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ৭,৯১,০০,০০০ টাকা ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। ০৪-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সূত্র নং-ইইএফ/১(১)/২০১১-২০৯এর (খ) এ বর্ণিত শর্ত মোতাবেক তিন কিস্তিতে ঋণ বিতরণ করার কথা। ৩১-০৩-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ প্রথম কিস্তি বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় কিস্তি বিতরণ করার পর সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির ঋণ ছাড় করার কথা। কিন্তু একই তারিখে অর্থাৎ ১৯-০৫-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি বাবদ যথাক্রমে ১,৫০,০০,০০০ টাকা এবং ৫,৪১,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়, যা উক্ত নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

- ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের পূর্বে ইইএফ ইউনিটের প্রতিনিধি কর্তৃক উদ্যোক্তার অংশ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫১% অর্থাৎ ৮,২৩,৫৮,০০০ টাকা ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়ে পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং প্রথম কিস্তি বিতরণের পর দ্বিতীয় কিস্তি বিতরণের পূর্বে প্রথম কিস্তি বাবদ প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
- ইইএফ সার্কুলার নং ৬, তাং-২৪-০৬-২০০২খ্রিঃ এর ধারা-৬ এর উপধারা-৬ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ থেকে ছয় (৬) বছর অতিক্রান্ত হলে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ার সমূহ বাইব্যাক করতে হবে। কিন্তু ৩০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ আট (৮) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ডিসেম্বর/১১ পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃক সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ বাই ব্যাক করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী স্বীকৃত এ গ্রেডভুক্ত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম কর্তৃক নির্ণীতব্য ব্রেক-আপ ভেল্যু কিংবা অভিহিত মূল্য এ দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশী হবে সে মূল্যে শেয়ার বাই-ব্যাক করার কথা। এক্ষেত্রে এ গ্রেডভুক্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্টস ফার্ম কর্তৃক ব্রেক আপ ভ্যালু নির্ণয় সংক্রান্ত কোন ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

(খ) এছাড়া, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জে অবস্থিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প গ্রীন গোল্ড এগ্রো প্রোডাক্টস লিঃ নামক প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের ১১২৫ নং পত্রের মাধ্যমে ৮,৮৮,৬৪,০০০ টাকা ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃক মঞ্জুরী পত্রের ১ নং শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫১% বিনিয়োগ না করায় এবং ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়ের জন্য আবেদন না করায় ইইএফ ইউনিটের ০৬-০৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের ৪১৫৩ নং পত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের মঞ্জুরীপত্র বাতিল করা হয়।

- উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত প্রকল্প ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থেকে ঢাকার গাজীপুর স্থানান্তর করে। পরবর্তীতে সাড়ে চার বছরেরও অধিক সময় পরে ২২-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ৩৩৩ নং আদেশের মাধ্যমে ০৬-০৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরীপত্রের বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ১০-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ প্রথম কিস্তি বাবদ ২,৬৬,৫৯,০০০ টাকা এবং ০২-১১-২০১১ খ্রিঃ দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ১,২৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিঃ এর মাধ্যমে ছাড় করা হয়।
- যে আদেশের মাধ্যমে মঞ্জুরীপত্রের বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে সে আদেশের শর্ত অনুযায়ী উদ্যোক্তাকে ২২-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) মাস অর্থাৎ ২১-৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিনিয়োগ ঘাটতির মোট ১,২৯,৩৭,০০০ টাকা প্রকল্পের নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ সম্পন্ন করার কথা। উক্ত ঘাটতির অর্থ বিনিয়োগ না করা সত্ত্বেও ১০-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ প্রথম কিস্তি বাবদ ২,৬৬,৫৯,০০০ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ৩১-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরী প্রাপ্ত কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নপত্র অনুযায়ী ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণের পূর্বে প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির সম্পূর্ণ অংশের বিনিয়োগসহ প্রথম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের বিনিয়োগের বিষয়ে সরেজমিনে যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হওয়ার কথা।

কিন্তু আইসিবি (ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) কর্তৃক ২৫-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় বিনিয়োগ ঘাটতির অর্থই পরিশোধ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ০২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে, যা নীতিমালার পরিপন্থী।

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ইইএফ ইউনিটের ২৪-০৬-২০০২ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং-৬ এর ধারা ৫(৭) অনুযায়ী ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের পর উদ্যোক্তাগণকে তাদের ইকুইটির ১৫% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিঃ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিঃ এর হিসাবে ইকুইটির ১৫% জমা করা সংক্রান্ত কোন তথ্য নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- ফলে অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের মোট ক্ষতি (১,০০,০০,০০০ + ১,৫০,০০,০০০ + ৫,৪১,০০,০০০ + ২,৬৬,৫৯,০০০ + ১,২৫,০০,০০০) বা ১১,৮২,৫৯,০০০ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকলেও প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফেব্রুয়ারী/১২ এর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট পরিশোধপূর্বক ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব পেশ করবে বলে জানিয়েছে (খ) ইইএফ নীতিমালা যথাযথ অনুসরণপূর্বক প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইইএফ ইউনিটের ২২-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮ (৭৩) ২০১০-৩৩৩ মারফত প্রকল্প স্থান ঝিনাইদহ থেকে গাজীপুর স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১২-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং-৩২ মারফত ২৪-০৬-২০০২খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং-৬ এর ৫(৭) অনুচ্ছেদ নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১৫% জমা করার প্রয়োজন নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- অনাদায়ী অর্থ আদায়ের নিমিত্তে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে অনাদায়ী অর্থ আদায় ও প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ১৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৬-১২-২০১২খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানানো হয় যে, বর্তমানে প্রকল্পটির উদ্যোক্তা অর্থ ফেরৎ দানের অঙ্গীকারপূর্বক শেয়ার বাই ব্যাক এর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যে অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়, যার সাথে এ কার্যালয় একমত পোষণ করে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তায় ঋণ প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ রপ্তানির দীর্ঘদিন পরও বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ৩৭,০৯,৩৯,০১৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ থেকে ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যাংকসমূহ হতে প্রেরিত রপ্তানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী ও রপ্তানি সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ৪টি বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃক ৬৭টি রপ্তানি এলসি এর বিপরীতে ক্রয়কৃত বিলমূল্য রপ্তানির দীর্ঘদিন (২০০২-২০১০ মেয়াদের) পরও প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ৩৭,০৯,৩৯,০১৪ টাকা। (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো**)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক তৈরী পোশাকসহ বিভিন্ন মালামাল এলসি এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণের এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা যথাযথ মনিটরিং না করায় রপ্তানির দীর্ঘদিন পরেও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় সরকারের ৩৭,০৯,৩৯,০১৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- গাইড লাইনস ফর ফরেন একচেঞ্জ ট্রানজেকশন এ্যাক্ট ১৯৯৬ ভলিউম-১ এর অনুচ্ছেদ-২২ এর ধারা -১৩ অনুযায়ী রপ্তানির ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানিকৃত মালামালের মূল্য প্রত্যাবাসন হওয়ার কথা। কিন্তু পরিশিষ্টের বর্ণনা হতে দেখা যায়, রপ্তানির ১২ বছর পরেও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুযায়ী রপ্তানি মূল্য যথাসময়ে প্রত্যাবাসিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদপেক্ষ গ্রহণ সম্পর্কিত কোন তথ্য নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঠিক মনিটরিং এর অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অপ্রত্যাবাসিত রয়েছে। ফলে বাংলাদেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে অপ্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য দ্রুত/স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ৫৫,৬৪,৬৫,৬৬ ও ৬৭ তে বর্ণিত কেসগুলোর বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। মনিটরিং প্রক্রিয়া আরও জোরদার করার মাধ্যমে অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের জোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়।পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৬-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে পুনরায় জানানো হয় যে, অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হলে পরবর্তীতে বাণিজ্যিক অডিটকে জনানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- রপ্তানি প্রক্রিয়া তদারকি জোরদার এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুত প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও শর্তাবলী উপেক্ষা করে বারবার পুনঃতফসিল করায় অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ২,৭০,৩০,৮৭৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রি: হতে ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় হতে দেখা যায় যে,

- গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও শর্তাবলী উপেক্ষা করে বারবার পুনঃতফসিল করায় অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ২,৭০,৩০,৮৭৮ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)**।
- গৃহায়ন তহবিলের আওতায় টিনের ঘর তৈরীর নিমিত্তে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রণীতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে হিলফুল ফুজুল সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামক প্রকল্পের সাথে ২৮-০২-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখের চুক্তিপত্র অনুযায়ী ৬২৫টি ঘর নির্মাণের জন্য ১,২৫,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮-০৩-১৯৯৯ খ্রি: হতে ২১-১২-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৪টি সমান কিস্তিতে বিতরণ করা হয়।
- গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও শর্তাবলী এর ধারা (৩) এর (ঘ) অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ ও ঋণগ্রহীতাকে গৃহ হস্তান্তরকরণ বিষয়ে নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ মাঠকর্মী , কৃষি মাঠকর্মী , স্থানীয় ব্যাংক কর্মকর্তা/মাঠকর্মী সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থানীয় যাচাই কমিটি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ হয়েছে কিনা তা তদন্ত করে পরবর্তী কিস্তির জন্য সুপারিশ করবে। ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সুপারিশসহ পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তি/ কিস্তিসমূহ ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ঋণ চুক্তিপত্র এর ধারা (৩) এর (গ) অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রথম কিস্তি গ্রহণের ছয় (৬) মাস পর মোট দশ (১০) বছরে সুদসহ সমুদয় ঋণ অর্ধ বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তদানুযায়ী ৬ মাস পরে প্রথম কিস্তি বাবদ সুদাসলে ৫২৭৬৬৭.৬১ টাকা ১৭-০৯-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হলেও পরিশোধ করা হয় ২১-১২-১৯৯৯ তারিখ, অর্থাৎ তিন মাসের অধিক সময় পরে। দ্বিতীয় কিস্তির ৭,২৫,৬৪১ টাকা ১৭-০৩-২০০০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু উক্ত কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০০টি ঘর নির্মাণের জন্য মঞ্জুরকৃত ১,০০,০০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি বাবদ ২৫-০৪-২০০০ খ্রিঃ তারিখ ২৫,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত দুটি পর্যায়ের ঋণের অর্থ সঠিকভাবে পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ০৭-০৫-২০০১ খ্রিঃ তারিখ ৪০০টি ঘর নির্মাণের জন্য ৮০,০০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি বাবদ ২০,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।
- ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালায় পুনঃ তফসিলিকরণের কোন শর্ত না থাকা সত্ত্বেও খেলাপী ঋণের ৬২,৮৬,৬২২ টাকা ৩০টি দ্বিমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধের শর্তে ১২-৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। শর্ত অনুযায়ী কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করার পরও ১৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ খেলাপী ৭৮,০৯,১৬৫ টাকা পাঁচ বছরে ৩০টি দ্বিমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে দ্বিতীয়বারের জন্য পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। শর্তানুযায়ী পোষ্ট ডেটেড চেক ভাংগিয়ে কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির জন্য পর পর দু'বার উপস্থাপন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক চেক ডিজঅনার (Dishonour) হওয়া সত্ত্বেও ১৩-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ নিয়মিত ঋণ গ্রহীতা হিসেবে প্রত্যয়ন প্রাপ্তির জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৬-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ ১২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে তৃতীয় বারের জন্য পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়।
- প্রথম দফায় প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের কিস্তিসমূহ সঠিকভাবে পরিশোধ না করা এবং গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিপালন না করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দফা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে দ্বিতীয় দফা প্রদত্ত ঋণের অর্থ গৃহ নির্মাণে সঠিকভাবে ব্যবহার না করা ও সঠিকভাবে কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও তৃতীয় দফা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালায় পুনঃ তফসিলকরণ এর কোন শর্ত না থাকা সত্ত্বেও পর পর তিনবার পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়েছে।
- পুনঃ তফসিলকরণের শর্ত অনুযায়ী পোষ্ট ডেটেড চেক জমাকরণ ব্যতীত পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু প্রথম পুনঃ তফসিলিকরণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পোষ্ট ডেটেড চেক সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে পুনঃ তফসিলিকরণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য।
- ১৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ দ্বিতীয় দফা পুনঃ তফসিলকরণ করা হয় এবং ৩০টি পোষ্ট ডেটেড চেক গ্রহণ করে ২২-৮-২০০৭ ও ২৫-০২-২০০৮খ্রিঃ তারিখ ভাংগানোর জন্য উপস্থাপন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক ২৬-০৮-২০০৭ ও ২৬-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ ফান্ড না থাকা ও স্বাক্ষর গরমিলের কারণে চেক ডিজঅনার (Dishonour) করা হয়। এক্ষেত্রে

৩—

পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিলযোগ্য এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত সুবিধা বাতিল না করে ২৬-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ তৃতীয় বারের মতো পুনঃ তফসিলকরণ করা হয়, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

- পুনঃ তফসিলের শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত সুবিধা বাতিল পূর্বক সমুদয় খেলাপী ঋণ এককালীন আদায়ের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বা বকেয়া আদায়ের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিত সুযোগ প্রদান এবং ঋণ আদায়ে দায়িত্বে অবহেলার কারণে অনাদায়ী ২৭০,৩০,৮৭৮ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ২২-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির ১১তম সভায় দ্বিতীয় দফা পর্যন্ত পুনঃ তফসিলের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ২২-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ষ্টিয়ারিং কমিটির ২৮তম সভায় খেলাপী ঋণের ৩০% ডাউনপেমেন্ট প্রদান করায় বিশেষ বিবেচনায় সংস্থাকে ৩য় দফা পুনঃ তফসিলিকরণের সুবিধা প্রদান করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান ব্যতীত সংস্থাকে অন্য কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ঋণ মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী এবং ঋণ পুনঃ তফসিলের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২০-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটির ৩৬ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আইনগত ব্যবস্থা তরান্বিত করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৫-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৬-১২-২০১২খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে পুনরায় জানানো হয় যে,অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। পরবর্তী অগ্রগতি যথাসময়ে অডিট অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৪।

শিরোনামঃ **পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এবং আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল করে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩,৬৪,৭০,০০০ টাকা।**

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের হিসাব ১৬-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে খুলনা শাখার টার্ম লোনের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এবং আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও তা বাতিল করে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩,৬৪,৭০,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।**
- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের ভিত্তিতে হোটেল নির্মাণের জন্য দি মিলিনিয়াম হোটেল লিঃ-এর অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকার টার্ম লোন বিতরণ করা হয়। ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত হওয়ায় ১০% সরল সুদে ২০.১১.০৫ তারিখ ১০ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণে গ্রাহক ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি ৩১.০৫.০৯ তারিখে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়। অপরদিকে একই গ্রাহক (দি মিলিনিয়াম হোটেল লিঃ) মেসার্স শরিফুজ্জামানের অনুকূলে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো) বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে টার্ম লোন আকারে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। আলোচ্য ঋণটিও ৩১.০২.০৮ তারিখে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়।দু'টো ঋণের টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হলে রায় ব্যাংকের অনুকূলে আসে। আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করে প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং BASIC/HO/RECOVERY/ 2011/15959 dt.19.10.11-এর মাধ্যমে ১১৪.০৭ লক্ষ টাকার সুদ মওকুফ করা হয়।
- ব্যাংকের সুদ মওকুফ নীতিমালা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত সমৃদ্ধ ঋণের সুদ মওকুফের সুযোগ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত (মোট দায় ৩৬৪.৭০ লক্ষ-এর বিপরীতে সহায়ক জামানত মূল্য ৫৩২.৮০ লক্ষ টাকা (বর্তমান মূল্য দায় অপেক্ষা অনেক বেশী) থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমান আরোপিত ও অনারোপিত সুদ মওকুফ করা হয়।
- গ্রাহক সুদ মওকুফ সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও উক্ত সুবিধা বাতিল করে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ৫০.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট জমা দানের শর্তে ৬টি মাসিক কিস্তিতে ২০০.৬৪ লক্ষ টাকা সমন্বয়ের পর ১১৪.০৭ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণের পর সুদ মওকুফ আবেদন বিবেচনাযোগ্য হলেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত সুদ-মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। সুদ মওকুফ আদেশে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের নির্দেশ দেয়া থাকলেও গ্রাহক ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক কিস্তির কোন টাকা পরিশোধ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, দি মিলেনিয়াম হোটেল লি ঃ এর ঋণ হিসাবটি পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত এবং আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। যেহেতু ব্যাংক একটি সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু গ্রাহকের আবেদন এবং তার সার্বিক ব্যবসায়ীক পরিচিতি বিবেচনা সাপেক্ষে সুদ মওকুফের প্রস্তাবটি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সুদ মওকুফের জন্য প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ও অবশিষ্ট টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সম্পর্কিত পত্র গ্রাহককে পাঠানো হয়। সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ও আদালতের রায় ব্যাংকের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও সুদ মওকুফ করা হয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আদালতের রায় ব্যাংকের পক্ষে হওয়ায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণের টাকা আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি

পত্র দেয়া হয়।০২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবের অনুরূপ জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে আদালতের রায় ও ডিক্রির প্রেক্ষিতে সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আদালতের রায় অনুযায়ী সমুদয় টাকা আদায় সাপেক্ষে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ০৫।

শিরোনামঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত প্রদত্ত পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রাহক কর্তৃক গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০,৫৯,০৬,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১১ সালের হিসাব ১৬-০২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আইসিডি বিভাগের টার্ম লোন ও চলতি মূলধন ঋণের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত প্রদত্ত পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রাহক কর্তৃক গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০,৫৯,০৬,০০০ টাকা। (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো**)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার নং ০১ তাং ১৩.০১.২০০৩ এর ১.০৩ (খ) এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ, ক্রেডিট পলিসি ১৯.৩ অনুযায়ী যদি কোন তলবী বা চলমান ঋণ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে মেয়াদী ঋণে পুনর্গঠন/রূপান্তর করে পুনঃতফসিল করা হয় এবং পরিশোধের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করা হয় তাহলে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% নগদ পরিশোধের পর পুনঃতফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংক বোর্ডের ৩০৩তম সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং BASIC/HO/CCD/ 2011/15041/19602 dt. 29.12.2011-এর মাধ্যমে দিলখুশা শাখার গ্রাহক মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সের ৫টি মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর (Loan Trust Receipts) বাবদ ৬৭৪.৯১ লক্ষ টাকা ১২টি মাসিক কিস্তিতে টার্ম লোনে স্থানান্তর এবং কার্যাদেশের বিপরীতে ৩টি স্বল্প মেয়াদী ঋণ বাবদ ৩৮৪.১৫ লক্ষ টাকা সমন্বয়ের জন্য ৩১/১২/২০১২ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হলেও বিআরপিডি সার্কুলারের উপরোক্ত নির্দেশনা ও ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়নি।
- বিএডিসি (Bangladesh Agricultural Development Corporation)প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য গ্রাহকের বিপরিতে ১০.৪১কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যাদেশের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একাধিক স্বল্পমেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়। কার্যাদেশের টাকা বিএডিসি হতে প্রাপ্তির পর ব্যাংকের উক্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণের টাকা পরিশোধের নির্দেশনা থাকলেও গ্রাহক উক্ত বিল প্রাপ্তির পরও ঋণের টাকা পরিশোধ করেনি।
- অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধা গ্রাহক কর্তৃক গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার পরও সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে,গ্রাহক মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্স এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল করা হয়। ঋণের টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুন:তফসিলিকরণ কার্যকর করা হয়নি। গ্রাহকের আবেদনক্রমে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৯৬৯.৯৩ লক্ষ টাকা ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধের অনুমতি প্রদান করা হয়। শাখা কর্তৃক উক্ত টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত না হওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।০২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবের অনুরূপ জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য মোতাবেক ঋণের অবশিষ্ট টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৬।

শিরোনামঃ বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে লিমিট বৃদ্ধি করে বারবার সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়ন এবং মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৭৮,৪৭,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের হিসাব ১৬.০২.২০১২ হতে ২৯.০৪.২০১২ পর্যন্ত সিসিডি বিভাগের ধানমন্ডি শাখার নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক লিমিট বৃদ্ধি করে বারবার সিসি (হাঃ) ঋণ নবায়ন এবং মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও সমুদয় টাকা আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৭৮,৪৭,০০০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)**।
- ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি ২.২.১ অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন নির্বাহের জন্য সিসি(হাইপো) বিতরণযোগ্য । আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং HO/CCRD/2005/26017/578 DT. 18.01.05 এর মাধ্যমে আয়শা মাইক্রো প্রোডাক্টস্ লিঃ কে ২০.০০ লক্ষ টাকার সিসি (হাঃ) মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্মারকে উক্ত লিমিট বৃদ্ধি ও নবায়ন করে সর্বশেষ ৩১.১২.১০ মেয়াদে ১৫০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানটি গত ২০০৮ সালের পূর্ব হতে অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। একটি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক স্মারক নং ৩১৪৬ তাং ৩০.০৩.০৯ এর মাধ্যমে ৯০.০০ লক্ষ টাকা ৩১.১২.০৯ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে বন্ধ থাকা অবস্থায়ই ১৫.১১.০৯ তারিখে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ০২.০৫.১০ তারিখে আর ২৫.০০ লক্ষ টাকা লিমিট বৃদ্ধি করে ৩১.১২.১০ মেয়াদে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।
- প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দায় সমন্বয়ের ব্যবস্থা না করে পার্টিকে অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বার বার লিমিট বৃদ্ধি করে নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে - যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ১৫০.০০ লক্ষ টাকা লিমিটের বিপরীতে ৩০.০৯.২০১১ পর্যন্ত গ্রাহকের মোট দায় ১৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা। মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ .

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে সিসি (হাইপো) ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত। ঋণের দায় আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্রাহক গত ১৮-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে ১৯,০০,০০০.০০ টাকা ডাউনপেমেন্ট হিসাবে জমা দিয়েছেন এবং সুদ মওকূফ ও ঋণ পুনঃতফসিল করার জন্য শাখায় আবেদন করেছেন। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা থেকে গত ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে ঋণটি পুনঃ তফসিল ও সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করার জন্য ৩১-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় প্রদান করার নিমিত্তে প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গ্রাহকের বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সিসি (হাঃ) ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০৫-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের ডাউনপেমেন্ট প্রদানের প্রেক্ষিতে ঋণটিকে পুন:তফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণটি পরিপূর্ণভাবে সমন্বয় করার জন্য গ্রাহককে ০৬-১১-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত না হওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।০২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখের জবাবের অনুরূপ জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের অবশিষ্ট টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৭।

শিরোনাম : বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদনে ডিএফ (Doubtful) হওয়া সত্ত্বেও গাজী নার্সারী প্রাইভেট লিমিটেডকে টার্ম লোন এবং এসটিএল প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৬৪,৯২,৪৭৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, খুলনা শাখা, খুলনা এর ২০০৮-২০১১ সালের হিসাব ১৪-০৩-২০১২ খ্রিঃ থেকে ২৯.০৩.২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে টার্ম লোনের এবং এসটিএল হিসাবের সিএল প্রতিবেদন, ঋণ গ্রহীতার সাথে যোগাযোগ নথি, মঞ্জুরী পত্র ও চার্জ ডকুমেন্টস নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদনে ডিএফ **(Doubtful)** হওয়া সত্ত্বেও গাজী নার্সারী প্রাইভেট লিমিটেডকে টার্ম লোন এবং এসটিএল (Short Term Loan) প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৬৪,৯২,৪৭৭ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)**।
- এই শাখা থেকে ৩০-৩-২০১০খ্রিঃ তারিখে বেসিক ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ৬২৮৩ নং স্মারকবলে মেসার্স গাজী নার্সারী (প্রাঃ) লিঃ কে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন বাবদ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। যার সুদ হার ১১.৫০% এবং পরিশোধ পদ্ধতি ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ'এ ৬০ (ষাট)টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য। বন্ধকী সম্পত্তি হিসাবে জমি, দালান কোঠা ও নার্সারী ফার্মের যন্ত্রপাতি, মেশিনারী দেখানো হয়েছে।
- পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতার স্টেটমেন্ট অব একাউন্টস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৩-০৫-২০১০খ্রিঃ থেকে ০৬-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ হিসাবে ১১-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে ২,৯১,০০০ টাকা এবং ০৬-০২-২০১১খ্রিঃ তারিখে ৫,৮২,০০০ টাকা সহ সর্বমোট নিরীক্ষা তারিখ পর্যন্ত ৮,৩৭,০০০ টাকা জমা করেছেন। ঋণ গ্রহীতার নিকট ১৪টি কিস্তি বকেয়া থাকায় ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত তার নিকট সুদাসলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ১,৪২,১১,৭৯৯ টাকা অনাদায়ী আছে।
- পাশাপাশি একই ঋণ গ্রহীতাকে একই জামানতের ভিত্তিতে ০৩.০২.২০১১ তারিখে ২০.০০ লক্ষ টাকার এসটিএল ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যার মেয়াদ ০২-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখ থাকলেও মেয়াদ উত্তীর্ণের ৭ (সাত) মাস ২৯ (উনত্রিশ) দিন বকেয়া থাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ২২,৮০,৬৭৮ টাকা উভয় ঋণের বকেয়া মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী (১,৪২,১১,৭৯৯ + ২২,৮০,৬৭৮) বা ১,৬৪,৯২,৪৭৭ টাকা।
- ইতোমধ্যে মেসার্স গাজী নার্সারী (প্রাঃ) লিঃ এর বিপরীতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল) খুলনা শাখায় একটি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় ৬৬,৪৯,৮২৩ টাকা অনাদায়ী ছিল এবং চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ১৫,৫৮,১৮৬ টাকা সহ ৮২,০৮,০০৯ টাকা পাওনা ছিল। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১.১২.২০০৯ তারিখের সিআইবি প্রতিবেদনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণটি এসএমএ (Special Mention Account) এবং চলতি মূলধন ঋণ হিসাবটি ডিএফ হিসাবে শ্রেণীকৃত ছিল। ডিএফ হিসেবে শ্রেণীকৃত থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে বিডিবিএল এর ৮২.০৮ লক্ষ টাকা দেনা বেসিক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধপূর্বক গ্রাহকের অনুকূলে পুনঃ ঋণ বিতরণ করায় ১,৬৪,৯২,৪৭৭ টাকা অনাদায়ী থাকে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, শিল্প ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিতকরণ সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঋণ প্রস্তাবটি প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয় এবং অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণটি বিতরণ করা হয়। গ্রাহকের ব্যবসায়িক মন্দার কারণে নিয়মিত কিস্তি প্রদান না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে ঋণটি আদায়ের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অত্র ব্যাংকে দীর্ঘদিন ধরে ডিএফ শ্রেণীকৃত অবস্থায় গ্রাহক ঋণটি পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে পুনরায় একই জামানতের বিপরীতে বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা যথাযথ হয়নি। তাছাড়া ঋণ গ্রহীতা কোনরূপ ডাউনপেমেন্ট ব্যতিত বকেয়া কিস্তি ও চলতি মূলধন ঋণ পরিশোধের জন্য ২৩.০৪.২০১১ তারিখের পত্র মোতাবেক ১৫.৫.২০১১ পর্যন্ত সময়ের আবেদন করেও নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করেন নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে তাৎক্ষনিক জবাবের অনুরূপ মন্তব্য দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। লিগ্যাল নোটিশের জবাবে গ্রাহক ঋণের সমুদয় টাকা স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবেন বলে শাখাকে অবহিত করেছেন। জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত না হওয়ায় ২৬-

০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।০২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখের জবাবের অনুরূপ জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুরকারী এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৮।

শিরোনামঃ ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত লংঘন করে বারবার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারণে মন্দ-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৫,১০,৪৮,৫৮২ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, বগুড়া শাখা, বগুড়া এর ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ৩০-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিসি (হাইপো) নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত লংঘন করে বারবার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারণে মন্দ-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৫,১০,৪৮,৫৮২ টাকা।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, সূত্র নং- হেড অফিস (সিসি)/২০০৮/২০৪৮/৬৯৩৯ তারিখঃ ৩০/০৬/২০০৮ -তে মেসার্স নিলয় এন্টারপ্রাইজ ১ বৎসর মেয়াদে ১৪.৭৫% সুদে পরিশোধের শর্তে ৪,০০,০০,০০০ (চার কোটি) টাকার লিমিট যুক্ত সিসি হাইপো প্রদান করা হয়। কিন্তু, ব্যাংক হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় মেসার্স নিলয় এন্টারপ্রাইজকে ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত লংঘণ করে ব্যাংক শাখা কর্তৃক বার বার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয়েছে - যা অনিয়মিত।
- ৭/৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রথম ঋণ প্রদান করা হয় ১,০০,০০,০০০/- টাকা। ৩১/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে লিমিট অতিক্রম করে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,২৫,৭০,৫৭৬ টাকা। পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৬/১০/০৮ খ্রিঃ, ১৭/১১/০৮ খ্রিঃ এবং ০১/০১/০৯ খ্রিঃ তারিখেও লিমিট অতিক্রম করে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণের মেয়াদ ছিল ৩০/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক মেয়াদের মধ্যে মূল ঋণ সম্পূর্ণ অথবা লিমিট অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করে বারবার লিমিট বৃদ্ধি করে ঋণ প্রদান করা ঋণ আদায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।
- বারবার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার কারণে আলোচ্য ঋণ মন্দ ও ক্ষতি মানে শ্রেণীকৃত হয়েছে। অনিয়মিতভাবে ০৪ (চার) বার লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার কারণে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে,অর্থ ঋণ আদালতে মামলাটি বিচারাধীন। মামলার রায় প্রাপ্তির পর জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বার বার লিমিট অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে দায় বৃদ্ধি করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০২-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ১২-০৩-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৮-০৪-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আদালতের রায় ব্যাংকের অনুকূলে হয়েছে। আদালতের নির্দেশক্রমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের দায় সমন্বয় করা হবে। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে আপত্তিকৃত টাকা সমন্বয় করে জানানোর জন্য ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ বৃদ্ধির কারণে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং মামলার রায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিয়মিত এবং কার্যকরী যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০৯ ।

শিরোনাম: ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মেসার্স ই এল হোসেন এন্ড কোং এর ঋণ হিসাবটি প্রতি বছর নবায়ন, লিমিট বৃদ্ধি এবং সিসি (হাইপো) হিসাব ডেবিট করে স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে জমা দেখানো ও এসটিএল হিসাব ডেবিট পূর্বক সিসি (হাইপো) ক্রেডিট করা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৮৬,৫৭,৮৭৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, খুলনা শাখা, খুলনা এর ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব ১৪-০৩-২০১২ খ্রিঃ থেকে ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিসি (হাইপো) ঋণের লেজার, হিসাবের লেজার, ঋণ মঞ্জুরী পত্র এবং উভয় হিসাবের যোগাযোগ নথি, ঋণ গ্রহীতার আবেদন পত্র ও ডেবিট-ক্রেডিট ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মেসার্স ই এল হোসেন এন্ড কোং এর ঋণ হিসাবটি প্রতি বছর নবায়ন, লিমিট বৃদ্ধি এবং সিসি(হাইপো) হিসাব ডেবিট করে স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে জমা দেখানো ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাব ডেবিটপূর্বক সিসি(হাইপো) ক্রেডিট করা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ১,৮৬,৫৭,৮৭৫ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)।**
- ঋণ গ্রহীতা মেসার্স ই এল হোসেন এন্ড কোং এর দু'টি ঋণ হিসাব চলমান আছে। একটি সিসি (হাইপো) ও অন্যটি স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাব। সিসি হিসাবের লিমিট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবের লিমিট ৫০ লক্ষ টাকা। হিসাব দুইটির মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ যথাক্রমে ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ ও ১৯-১০-২০১১খ্রিঃ। দুইটি হিসাবে অনাদায়ী স্থিতি ১,৩৪,২৬,৯৮২.৫০ টাকা ও ৫২,৩০,৮৯৩.৮৩ টাকা। হিসাব দুইটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সিসি (হাইপো) হিসাব থেকে ৩১-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহীতা ৪,৫০,০০০ টাকা উত্তোলনপূর্বক সমন্বয়ের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেন এবং ১৩-০৯-২০১১খ্রিঃ তারিখ পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় সিসি (হাইপো) হিসাব থেকে ৫০,০০০ টাকা উত্তোলনপূর্বক স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে ঋণ হিসাবে ঋণ গ্রহীতা কোন নগদ টাকা প্রদান করেননি।
- সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবটি প্রথম মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ২০০৩ সালে। তখন তার টাকার পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ৫০ লক্ষ, ২০০৫ সালে ৬০ লক্ষ, ২০০৬ সালে ৭০ লক্ষ এবং এই প্রক্রিয়ায় ২০১০ সালে ১২৫.২০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। নিরীক্ষায় উভয় ঋণ হিসাবে মোট অনাদায়ী স্থিতি যথাক্রমে ১,৩৪,২৬,৯৮২.৫০ টাকা এবং ৫২,৩০,৮৯৩.৮৩ টাকা রয়েছে।
- উল্লেখ্য যে,বেসিক ব্যাংক লিঃ ,খুলনা শাখার "বৃহৎ বিনিয়োগ হিসাব পর্যালোচনায়" ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিমভাবে স্টক রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে এবং ব্যবসা চালু না থাকা সত্ত্বেও নবায়ন মঞ্জুরী করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। কাজেই ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করার নিমিত্তে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিসি হিসাব থেকে প্রয়োজনীয় টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাব স্থানান্তর করা হয় এবং গ্রাহক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যথা সময়ে উক্ত ঋণটি পরিশোধ করবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ঋণ হিসাবে ঋণ গ্রহীতা কোন টাকা জমা না করে এক হিসাবের টাকা থেকে অন্য হিসাবে চেকের মাধ্যমে জমা প্রদান করায় এক হিসাব ডেবিট করে অন্য ঋণ হিসাব ক্রেডিট করায় অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় ঋণ হিসাব ২টি চালু রাখা হয়েছে। সিসি(হাইপো) ঋণ হিসাবে ০২-০৮-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন জমা দেখা যায়নি। গ্রাহকের নিশ্চয়তা প্রদান কার্যকরী হয়নি। ইতিমধ্যে ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত হিসাবে বাংলাদেশ বাংক কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে।
- স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঋণ হিসাবে ১৯-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় করা হবে শর্তে পুনঃতফসিলিকরণ করা হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে সমন্বয় করা হয়নি। উপরন্তু এসটিএল স্থিতি ৪০.০০ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনার শর্তে ১৯-১০-

২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি ঠিক হয়নি। সিসি (হাঃ) হিসাব ডেবিট করে ৩১-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে ৪.৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৩-০৯-২০১১খ্রিঃ তারিখ ৫০,০০০ টাকা জমা দেখানো হয়েছে। বাস্তবে ঋণ গ্রহীতার কোন ব্যবসা না থাকায় ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা কম।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়।কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ২৬-০৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে তাৎক্ষনিক জবাবের অনুরূপ মন্তব্য দেয়া হয়। জবাবে আরো জানানো হয়েছে যে, গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অবিলম্বে ঋণ হিসাবের সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১০।

শিরোনাম : বিসিআইসি থেকে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৮টি চেকের বিপরীতে প্রাপ্ত টাকা বিসিআইসির নামে হিসাবভূক্ত না করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবভূক্ত ও পলিসি ইস্যু করে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সহবীমা প্রিমিয়াম বাবদ আত্মসাৎ ১,৯৬,৮৯,০৯২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সাধারন বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোন এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৪/০৬/১২ হতে ২২/০৭/১২ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সহবীমা ও দায় গ্রহণ সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- বিসিআইসি ৮টি পলিসির জন্য ১৮/০৪/২০১১ খ্রিঃ হতে ২২/১১/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৮টি চেকের মাধ্যমে ৪,৮০,১৮,৫৭৪ টাকা প্রদান করে যা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ব্যাংক হিসাবে যথাক্রমে রূপালী ব্যাংক লিঃ,স্থানীয় কার্যালয়,ওয়ান ব্যাংক,মতিঝিল শাখা,অগ্রণী ব্যাংক,যাত্রাবাড়ি শাখা ও রূপালী ব্যাংক,রমনা শাখায় জমা হয়। বীমা প্রিমিয়াম বাবদ গৃহীত অর্থ বিসিআইসি এর নামে হিসাবভুক্ত না করে উক্ত ৮টি চেকের প্রিমিয়ামে মেসার্স দৌলত স্পিনিং মিলস,ন্যাচারাল স্যালুলয়েড ফ্যাক্টরী লিঃ,আল্টিমেট ক্লথিং ফিনিশিং মিলস লিঃ, সাউদার্ন ট্যানারী এন্ড ফুট ওয়্যার ফ্যাক্টরী,ইস্টার্ন তারপোলিন ফ্যাক্টরী লিঃ,ওয়ানডেনিম মিলস লিঃ, মডার্ন প্লাইউড ফ্যাক্টরী লিঃ ও জি আহমেদ ট্যানারী এই ০৮টি অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবভুক্ত করে সহবীমা পলিসি ইস্যু করা হয়। উদাহরণস্বরূপ,রূপালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়ে ন্যাচারাল স্যালুলয়েড ফ্যাক্টরী লিঃ,আল্টিমেট ক্লথিং ফিনিশিং মিলস লিঃ নামে কোন গ্রাহক নেই এবং সহবীমার ডকুমেন্টে ব্যাংকের পক্ষে যে কর্মকর্তার 'স্বাক্ষর রয়েছে,নিরীক্ষা দল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরেজমিনে যাচাই করে দেখা যায় যে ঐ স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা ব্যাংকের নয় এবং স্বাক্ষরটি জাল। তাছাড়া জনতা ব্যাংক লিঃ,গণকটুলী শাখা নামে কোন শাখা নেই এবং ওয়ান ডেনিম নামে প্রতিষ্ঠান থাকলেও জনতা ব্যাংক লিঃ,গাজীপুর শাখায় এই প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ঋণ হিসাব নেই। তা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে দায় গ্রহণপূর্বক জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিসিআইসি থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামে ০৮ টি সহবীমা পলিসি ইস্যু করা হয়।
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ২৫/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের অফিস আদেশ নং সাবীক/প্রঃকাঃ/২৭১/২০০৪ এর ৪ ও ৫ নং শর্ত মোতাবেক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সহবীমায় অংশ গ্রহণের জন্য নূন্যতম ৫১% এবং বেসরকারি বীমা কোম্পানী ৪৯% প্রিমিয়াম পাবে। উক্ত আদেশের সুযোগ গ্রহণপূর্বক ৮টি সহবীমা পলিসি ইস্যু দেখিয়ে মেসার্স দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স,মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স,ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স ,ঢাকা ইন্স্যুরেন্স,এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স, সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স এর অনুকূলে চেক ইস্যু করে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ৪৯% সমপরিমাণ ১,৯৬,৮৯,০৯২ টাকা (সার্ভিস চার্জ বাদে) সহবীমা প্রিমিয়াম বাবদ আত্মসাৎ করা হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেখানো হলো)।**
- এই ঘটনা শুধুমাত্র ২০১০ ও ২০১১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত কার্যালয়ে ২০১০ ও ২০১১ অর্থ বছর ব্যতীত অন্যান্য সময়ে এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অন্যান্য কার্যালয়েও এই অনিয়ম হতে পারে। তাই এ সংক্রান্ত জালিয়াতির বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানপূর্বক এ জাতীয় অনিয়মের মোট পরিমাণ নিরূপন করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে এই কার্যালয় মনে করে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রধান কার্যলয় দায় গ্রহণ বিভাগের সহযোগিতায় সহবীমাকারীর মাধ্যমে প্রিমিয়াম প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পর মানি রিসিট ইস্যু করা হয় এবং সেই ভিত্তিতে পলিসি ইস্যু করা হয়। শাখাসমূহ দায় গ্রহণ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে পলিসি সহ সংশ্লিষ্ট সহবীমা সিডিউলের কপি, মানি রিসিটের ফটোকপি, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রিমিয়াম ক্রেডিট হওয়ার প্রত্যয়নপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করতঃ সহবীমাকারীদের প্রাপ্য শেয়ারের অংশ পরিশোধের জন্য শাখা ম্যানেজারের সুপারিশের ভিত্তিতেই সহবীমা অনুমোদন দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শাখার জবাবে প্রধান কার্যালয় এর দায় গ্রহণ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা ও বিভাগীয় কার্যালয় শাখার সংশ্লিষ্টতার কথা বলছেন। এক্ষেত্রে প্রিমিয়াম গ্রহণ থেকে শুরু করে সহবীমা অনুমোদন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকলের অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।০৭-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, এই বিষয়ে সাবীক কর্তৃক তদন্ত টীম গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলে ২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে কর্পোরেশনের পরিচালনা

পর্ষদ কর্তৃক অধিকতর তদন্তের জন্য একটি বহিঃ নিরীক্ষক ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে যাদের তদন্ত প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অগ্রগতি অবহিত করা যাবে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ০৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে বিভাগীয় তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদনসহ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ রহস্যজনক অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার বিপরীতে নাকচযোগ্য পুনঃ বীমা দাবী পরিশোধের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ক্ষতি ২,০৩,৮৯,৫৮৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ হতে ২৬-০১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে অগ্নি পুনঃ বীমা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত মেসার্স নাহিদ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর পুনঃ বীমা দাবী নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- রহস্যজনক অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার বিপরীতে নাকচযোগ্য পুনঃ বীমা দাবী পরিশোধের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ক্ষতি ২,০৩,৮৯,৫৮৭ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেখানো হলো)**।
- মেসার্স নাহিদ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর অনুকূলে ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ কর্তৃক বীমা পত্র নং- PH/LOD/FP-054/02/2008 তারিখ ১৯-২-২০০৮ ইং কাঁচাতুলা, সূতা এবং খুচরা যন্ত্রাংশের উপর ঝুঁকি গ্রহণ করে বীমা পত্র ইস্যু করা হয় এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সাথে পুনঃ বীমা করা হয়। উক্ত বীমা পত্রের বিপরীতে কোন প্রিমিয়াম জমার রশিদ এবং রিস্ক ইনফরমেশন তথ্য নথিতে পাওয়া যায়নি।
- মেসার্স নাহিদ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এ ২৪-১২-০৮ ইং রাত ২.৪৫ মিঃ এ তুলার গুদামে এক অগ্নিকান্ড সংগঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ক্ষতি দাবীটির উদ্ভব হয়। বীমা গ্রহীতার পক্ষ হতে থানার সাধারণ ডাইরী ও বীমা ক্ষতিপূরণ পত্রে অগ্নি কান্ডের কারণ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।
- বীমাকারী ও সাবীকের জরিপকারী চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, গুদামে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। মিলের প্রধান গেট বন্ধ। গুদামের দরজা বন্ধ। রাত ২.৪৫ মিনিট, শীতের রাত, কুয়াশায় ঢাকা, গুদাম রক্ষক পাহারারত। এমতাবস্থায় নাশকতামূলক অগ্নিকান্ড অসম্ভব।মন্তব্যে বলা হয়েছে, কেউ বিড়ি/সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ বন্ধ গুদামের সামনে ফেলতে পারে এবং উহা বাতাসের সাহায্যে গুদামে প্রবেশ করে অগ্নিকান্ড সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের মন্তব্য একেবারেই অমূলক।
- উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে অগ্নিকান্ডটি রহস্যজনক হিসেবে গণ্য। রহস্যজনক অগ্নিকান্ড অগ্নি বীমা পলিসিতে কভারেজ (আবরিত) হওয়ার সুযোগ না থাকায় এই দাবী অবশ্যই নাকচযোগ্য ছিল। নাকচযোগ্য পুনঃ বীমা দাবী পরিশোধে কর্পোরেশনের বর্ণিত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, জিডি এন্ট্রিতে অগ্নিকান্ডের কারণ সম্পর্কে বীমা গ্রহীতার সুস্পষ্ট ধারনা না থাকায় কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। অগ্নিকান্ড সম্পর্কে জরীপ প্রতিবেদনে জলন্ত সিগারেট/বিড়ির আগুন কেউ সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বীমাকারী ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৫০% বৈদেশিক পুনঃ বীমাকারী হতে রিকভারী গ্রহণ করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- সংরক্ষিত এলাকার রাত ২.৪৫ মিঃ এ গুদামরক্ষকের পাহারাত অবস্থায় বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন গুদামে নাশকতামূলক অগ্নিকান্ড অসম্ভব বিধায় অগ্নিকান্ডটি রহস্যজনক। রহস্যজনক অগ্নিকান্ড বীমা পলিসিতে কভারেজ না থাকায় দাবিটি নাকচযোগ্য ছিল। বীমাকারীর বৈদেশিক রিকভারী থাকলেও সাবীকের কোন বৈদেশিক পুনঃ বীমা রিকভারী না থাকায় সম্পূর্ণ টাকা ক্ষতি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।০৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, দাবী পরিশোধের স্বপক্ষে জরীপকারীগণের মতামতের প্রেক্ষিতে দাবীকৃত সাবিকের অংশ পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ না করায় উহা প্রেরণের জন্য ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বীমাকারীর নিকট হতে প্রিমিয়াম রশিদ নেয়ার বিষয়টি বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেকলিস্ট হতে বাদ দেয়া হয়েছে। অগ্নিকান্ড সম্পর্কে জরীপ প্রতিবেদনে জরীপকারী সুস্পষ্টভাবে কারণ নির্ণয় করতে না পারায় সম্ভাব্য সকল কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক জলন্ত সিগারেট / বিড়ির আগুনকেই সম্ভাব্য কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডের ধরনকে Accidental fire হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যা পলিসিতে আবরিত। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের

০৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে জানানো হয়েছে যে, অগ্নিকান্ডের ধরনকে Accidental fire হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয় কারণ জরীপকারীর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে গুদামে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই , মিলের প্রধান গেইট বন্ধ ও গুদামের দরজা বন্ধ ছিল। রাত ২.৪৫ টায় গুদামরক্ষকও পাহারারত ছিল। এমতাবস্থায় এক্ষেত্রে Accidental fire অসম্ভব। এরূপ অগ্নিকান্ড রহস্যজনক।রহস্যজনক অগ্নিকান্ড অগ্নিবীমা পলিসিতে কভারেজ হওয়ার সুযোগ না থাকায় এই দাবী অবশ্যই নাকোচযোগ্য ছিল। নাকচযোগ্য পুনঃবীমা দাবী পরিশোধ করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে যা আদায়যোগ্য। ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ নাকচ হওয়া পুনঃ বীমা যাচাই বাছাই না করে সরবরাহকৃত ভুয়া তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিশোধ করায় সংস্থার ক্ষতি ৩৮,৫৮,৫২২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ হতে ২৬-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে অগ্নি পুনঃ বীমা দাবি পরিশোধ সংক্রান্ত মেসার্স মির্ধা এন্টারপ্রাইজ এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নাকচ হওয়া পুনঃ বীমা যাচাই বাছাই না করে সরবরাহকৃত ভুয়া তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিশোধ করায় সংস্থার ক্ষতি ৩৮,৫৮,৫২২ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট" তে দেখানো হলো)**।
- মেসার্স মির্ধা এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক বীমাপত্র নং- SBI/HO/FP-03/001/05 তারিখ:৩১-০১-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে On Stock of Porcelain and Crokeries এর উপর ঝুঁকি গ্রহণ করে বীমাপত্র ইস্যু করা হয় এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে পুনঃ বীমা করা হয়। এই ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা ব্যাংক এশিয়া, মিটফোর্ড শাখা, ঢাকা।
- ০৯-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ৪৬১তম বোর্ড সভায় বৈদ্যুতিক সংযোগ সংক্রান্ত দলিলাদি ও বৈদুত্যিক লাইনের পিরিয়ডিক টেষ্ট রিপোর্ট সঠিক না হওয়ায় দাবীটি নাকচ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইন্স্যুরেন্স কোং এর আবেদন ও পরবর্তী দেয় বৈদ্যুতিক সংযোগের তথ্যাদি, বিলের কপি, পরির্দশন রিপোর্ট, বিল, ভাউচার ও স্টক রিপোর্টের ভিত্তিতে ১২-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে দাবীটি পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়।
- যে স্থান হতে অগ্নিকান্ডের উদ্ভব তা আলোচ্য পলিসির দ্বারা বীমা আবরিত না থাকায় জরীপকারী বীমা দাবি পরিশোধের সুপারিশ করেননি।
- বীমা গ্রহীতার গোডাউনটি ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত। বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ীর মালিকের পরিবর্তে কেন ভাড়াটিয়ার নামে হলো তা বোধগম্য নয়। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী গোডাউন ভাড়া নেয়া হয়েছে ১ জানুয়ারী, ২০০৫ সাল হতে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ মির্ধা এন্টারপ্রাইজের নামে দেখানো হয়েছে ১২-৭-২০০১ সাল হতে। ভাড়া নেওয়ার পূর্বেই ভাড়াটিয়ার নামে দেয় বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক নয়। ভাড়া চুক্তি পত্রের ৪নং শর্তানুযায়ী গোডাউনের বিদ্যুৎ বিল মালিক/১ম পক্ষ বহন করবে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিল ও পরিদর্শন রিপোর্ট সংক্রান্ত প্রেরিত তথ্যাদি সঠিক নয়।
- স্টক রিপোর্টের স্বপক্ষে যে সব বিল/ভাউচার প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা, উক্ত বিল/ভাউচারে বীমা গ্রহীতা ব্যাংক এশিয়ার কোন প্রত্যয়ন নেই। তাছাড়া সংযুক্ত পরিশিষ্টে দেখা যায়, মালমাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুলো আলাদা হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল এন্টারপ্রাইজ ও সিরামিক বাজারের ফোন নম্বর একই এবং জেনারেল এন্টারপ্রাইজ ও ফারুক এন্টারপ্রাইজের মোবাইল নং একই। তাছাড়া অর্ণব এন্টার প্রাইজ হতে বিভিন্ন নামে, ক্রয়কৃত ৫টি ভাউচার নং যথাক্রমে ০১৬৭ থেকে ০১৭১। তাহলে অর্ণব এন্টারপ্রাইজ ছয় মাসের মধ্যে শুধু মির্ধা এন্টারপ্রাইজের সংগেই ব্যবসা করেছে। যা নিরীক্ষা দৃষ্টে সঠিক নয়। তাছাড়া ভাউচার নং- ও তারিখের মধ্যেও গরমিল রয়েছে।
- দাবী পরিশোধের পক্ষে জরীপকারীর সুস্পষ্ট মতামত না থাকা সত্ত্বেও এবং দেয় তথ্যাদিও সঠিকতা যাচাই ছাড়া নাকচকৃত দাবী পরিশোধে কর্পোরেশনের উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃবীমাকারী হিসাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন শুধুমাত্র বীমাকারী কোম্পানী এর প্রত্যয়নকৃত দলিলাদির ভিত্তিতে বীমাদাবী পরিশোধের সম্মতি প্রদান করে মাত্র। এক্ষেত্রে পুনঃবীমাকারী হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সকল স্টক বা বিল ভাউচার পরীক্ষা করার সুযোগ থাকে না।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক আলোচ্য ক্ষতির স্বপক্ষে দাখিলকৃত সমস্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করার অধিকার সাধারণ বীমা সংরক্ষণ করে। ফলে যাচাই ছাড়া বীমা দাবী পরিশোধ দায়িত্ব অবহেলার শামিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।০৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পুন: বীমাকারী হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন শুধুমাত্র বীমাকারী কোম্পানী এর প্রত্যায়নকৃত দলিলাদির ভিত্তিতে বীমাদাবী পরিশোধের সম্মতি প্রদান করে মাত্র। জরীপকারী কর্তৃক যথার্থ ভাবে নিরূপিত হিসাব অনুযায়ী দাবীটি বোর্ডসভা কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বীমাকারীকে দাবী পরিশোধের ব্যাপারে সম্মতিসহ

রিকভারী প্রদান করা হয়েছে। দাবী পরিশোধের বিষয়ে জরীপকারীদের ইতিবাচক মনোভাব না থাকা সত্ত্বেও জরীপকারীর নিরূপিত ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী দাবী পরিশোধ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি বিধায় ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃবীমাকারী হিসাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সকল স্টক বা বিল ভাউচার পরীক্ষা করার সুযোগ থাকেনা। জরীপকারী কর্তৃক যথাযথভাবে নিরূপিত হিসাব অনুযায়ী দাবীটি বোর্ডসভা কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বীমাকারীকে দাবী পরিশোধের ব্যাপারে সম্মতিসহ রিকভারী প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ০৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে জরীপকারীর নিরূপিত হিসাব অনুযায়ী দাবী পরিশোধের বিষয়ে জরীপকারীর কোন ইতিবাচক মনোভাব ছিল কিনা তা জানানোসহ নিরীক্ষা আপত্তিতে বর্ণিত অন্যান্য মন্তব্যের প্রমাণকসহ তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম ঃ দেশী ও বিদেশী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট পাওনা প্রিমিয়ামের টাকা আদায়/সমন্বয় না করে চুক্তি সম্পাদন করায় দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ২৬০,৭৮,৯৩,০০২ টাকা।

বিবরণ ঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ হতে ২৬-০১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে পুনঃ বীমা বিভাগের প্রিমিয়াম আদায় ও বেসরকারী কোম্পানির সংগে পাওনা হতে কোম্পানীর কমিশন, ক্ষতি দাবী সমন্বয়ের পর যে স্থিতি দেখানো হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- দেশী ও বিদেশী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট পাওনা প্রিমিয়ামের টাকা আদায়/সমন্বয় না করে চুক্তি সম্পাদন করায় দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ২৬০,৭৮,৯৩,০০২ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেখানো হলো)।**
- বছরের ১ম কোয়ার্টার এর শুরুতে গত ২/৩ বছরের ব্যবসায়িক পারফরমেন্স/পরিসংখ্যান যাচাই করে কোম্পানীসমূহের সাথে দেনা পরিশোধ ও ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক বকেয়া প্রিমিয়াম আদায় করে পরবর্তী চুক্তি নবায়নযোগ্য হলেও তা না করায় প্রতিষ্ঠানের বকেয়া প্রিমিয়াম আদায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

(ক) জনতা, সোনারবাংলা, গ্রীন ডেল্টা, ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স, মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স, ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসহ ৪৩টি দেশীয় কোম্পানীর নিকট ১৯৪,৩১,৬২,৪৬৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। উল্লিখিত কোম্পানী সমূহের দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা আদায়ের কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু এশিয়া প্যাসিফিক, গ্লোবাল, সোনারবাংলা, বিডি কো-অপরেটিভ ইন্স্যুরেন্সসহ বেশ কতিপয় কোম্পানীকে ২০০৯ ও ২০১০ সালের ক্যাশ লস হিসাবে ৭৩,৩০,৬৮৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা চুক্তির পরিপন্থী।

- উক্ত অনাদায়ী অর্থের সংগে Treaty বহির্ভূত পুরাতন পদ্ধতির Facultative Reinsurance Premium সমন্বিত রয়েছে। বাস্তবে ইন্স্যুরেন্স নীতিমালা মোতাবেক উক্ত প্রিমিয়াম চুক্তির বাইরে থাকার কারণে তাৎক্ষনিকভাবে পরিশোধযোগ্য ছিল যা না করে পুনঃ বীমা চুক্তির অজুহাতে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। চুক্তির সাথে উক্ত প্রিমিয়ামের সম্পর্ক না থাকায় বড় অংকের Facultative Premium বকেয়া থাকার কথা ছিল না - যা বাস্তবে রয়েছে।
- চুক্তিতে উক্ত অনাদায়ী টাকার উপর ব্যাংক সুদ হার আরোপের শর্ত না থাকায় কোম্পানীসমূহে প্রিমিয়াম অর্থ পরিশোধ না করে ক্ষতি দাবীকরণের মাধ্যমে তা সমন্বয়ের চেষ্টা করে।

(খ) অনুরূপভাবে বিদেশী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট দীর্ঘদিনের প্রিমিয়াম অনাদায়ী টাকাসহ মোট অনাদায়ী ৬৬,৪৭,৩০,৫৩৯টাকা আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না নিয়ে ক্রমাগত চুক্তি নবায়নে কর্পোরেশনের বর্ণিত টাকা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি থাকায় প্রিমিয়াম/দাবী পরিশোধ কখনো কখনো বিলম্ব হয়। বিদেশী পুনঃ বীমাকারীর ক্ষেত্রে একই বিষয় প্রযোজ্য। ক্ষতির সাথে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম সমন্বয় করে চুক্তি মোতাবেক হিসাব সম্পন্ন করা হয়। পাওনা আদায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ ফলে এটি ঝুঁকিপূর্ণ নয়। দেনা পাওনা সমন্বয় করে মাঝে মাঝে ক্যাশ লস পরিশোধ করা হয়। Facultative Premium হিসাব আলাদাভাবে রেখে কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- অনেক কোম্পানী দীর্ঘদিন ধরে প্রাপ্য প্রিমিয়াম আদায়/সমন্বয় করেনা। বছরের শেষে চুক্তি নবায়নের সময় এ অর্থ সমন্বয়যোগ্য ছিল। এজাতীয় বকেয়া থাকায় চুক্তির ক্যাশ কন্ট্রোল ক্লজ (C.C.C) বড্রুর (Bordereaux) মাধ্যমে ব্যবহার করে যাচাইবিহীনভাবে দাবী আদায়ে উৎসাহিত হচ্ছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।০৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতায় দেনাপাওনার পরিমাণ সময়ের প্রেক্ষিতে কমবেশী হয়ে থাকে। পুন:বীমা চুক্তির অতিরিক্ত অংকের বীমা ঝুঁকির পুন:বীমা ফ্যাকালটেটিভ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।ফ্যাকালটেটিভ পুন:বীমার প্রিমিয়ামও চেকের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও বীমা কোম্পানীগুলো এ প্রিমিয়াম পরিশোধে বিলম্ব করলে বকেয়া পাওনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তা আদায় হয়ে যায়। বর্তমানে ফ্যাকালটেটিভ

পুন:বীমা প্রিমিয়াম জোর তাগাদার মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে।জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৬-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,আপত্তিতে যে অনাদায়ী টাকা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে আদায় ও নতুন পাওনা হিসাব করে বর্তমান বছরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮৫ কোটি টাকা। সুতরাং ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতায় দেনা-পাওনার পরিমাণ সময়ের প্রেক্ষিতে কমবেশী হয়ে থাকে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ০৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিউত্তরে সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ বীমা আইন ও পলিসির শর্তের পরিপন্থী হওয়ায় নাকচকৃত পুনঃ বীমাদাবী সমঝোতার মাধ্যমে পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ক্ষতি ৩,৫৭,০৩,৮১৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৬-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে অগ্নি পুনঃ বীমাদাবী পরিশোধ সংক্রান্ত ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ কর্তৃক বীমাকৃত মেসার্স ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বীমা আইন ও পলিসির শর্তের পরিপন্থী হওয়ায় নাকচকৃত পুনঃ বীমাদাবী সমঝোতার মাধ্যমে পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ক্ষতি ৩,৫৭,০৩,৮১৩ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)**।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, বীমাপত্র ইস্যু করা হয় যথাক্রমে ০১-০৭-১৯৯৮ খ্রি: ও ২৭-০৭-১৯৯৮ খ্রি: তারিখে। কিন্তু প্রিমিয়াম গ্রহণ করা হয় ৭০ দিন পর অর্থাৎ ১০-৯-১৯৯৮ খ্রি: তারিখে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে বীমাকৃত প্রতিষ্ঠানে বন্যার পানি প্রবেশ করে। উক্ত প্রিমিয়ামের চেক ১৩-৯-৯৮ খ্রি: তারিখে ব্যাংকে জমা করা হয়।
- আলোচ্য বীমাপত্র নবায়নকৃত নয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতোপূর্বে কোন বীমাপত্রও ছিল না। বন্যা চলাকালীন সময়ে নতুন কোন বীমাপত্র ইস্যু করা যাবে না মর্মে CRC (Central Rating Committee) কর্তৃক সার্কুলার নং এফ-২২/৯ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলার অমান্য করে বীমা পত্র করা সঠিক হয়নি।
- বীমা বিধিমালার ১৯৩৮ এর ৩সি ধারায় ৪ উপধারা অনুসারে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বীমাকারী কর্তৃক প্রিমিয়ামের টাকা গ্রহণ করা আইন সিদ্ধ নয়। বীমা প্রিমিয়াম গ্রহণ না করে বে-আইনীভাবে বীমা পলিসি ইস্যু করা হয়েছে। ক্ষতির পরে বীমা প্রিমিয়াম গৃহীত হওয়ায় ক্ষতির সময় সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আবরিত ছিল না।
- বীমা আইন এবং পলিসির শর্ত অনুযায়ী দাবী পরিশোধযোগ্য না হওয়ায় ৩৮৯তম বোর্ড সভায় দাবিটি নাকচ করা হয়।
- যেহেতু মূল পলিসিটি বৈধ ছিল না সুতরাং এর আওতায় প্রার্থীত পুনঃ বীমা রিকভারী প্রদানের কোন অবকাশ নেই। উক্ত মতামত অগ্রাহ্য করে সমঝোতার ভিত্তিতে পুনঃ বীমা দাবীটি ২৬-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধে কর্পোরেশনের আলোচ্য টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বীমা পলিসির প্রিমিয়াম সংক্রান্ত দলিলাদি প্রদান সাবীকের বোর্ড কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুনঃ বীমাকারী হিসাবে সাবীকের নিকট পুনঃ বীমা সেশনের মাধ্যমে প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়েছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আলোচ্য দাবীটি পুনঃ বীমা সেশন বীমাকারী কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- বীমা বিধিমালার ১৯৩৮ এর ৩সি ধারর ৪ উপধারা অনুসারে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বীমাকারী কর্তৃক প্রিমিয়ামের টাকা গ্রহণ করা আইনসিদ্ধ নয়। বীমা প্রিমিয়াম গ্রহণ না করে বেআইনীভাবে বীমা পলিসি ইস্যু করা হয়েছে। মূল পলিসি বৈধ না হওয়ায় পুনঃ বীমা রিকভারী প্রদানের কোন অবকাশ নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৪-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ২৭-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।০৩-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বীমাকারী গ্রহীতা দাবী আদায়ের জন্য মামলা করায় বোর্ডসভা কর্তৃক আদালতের বাইরে সমঝোতার মাধ্যমে দাবী নিষ্পত্তির সুযোগ আছে কিনা এ ব্যাপারে আইনজীবীর মতামত নেয়ার জন্য বলা হলে আইনজীবী সমঝোতার মাধ্যমে হতে পারে মর্মে মতামত দেন। এর প্রেক্ষিতে জরীপকারীর নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বীমা

গ্রহীতাকে পরিশোধ করা হয়। বীমা আইন ও পলিসির শর্তের পরিপন্থী হওয়ায় নাকচকৃত বীমাদাবীর বিষয়ে বীমাকারী কর্তৃক মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে মামলায় না লড়ে আইনজীবির পরামর্শ মোতাবেক আদালতের বাইরে সমঝোতা করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে যা নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয় বলে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ২৬-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মামলা পরিচালনাকারী এ্যাডভোকেট এর পরামর্শ অনুযায়ী অর্থাৎ কোর্টের বাহিরে সমঝোতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির যৌক্তিক ভিত্তি বলে মনে করায় সমঝোতার ভিত্তিতেই বীমাদাবী পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ০৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, বীমা আইন ও পলিসির শর্তের পরিপন্থী হওয়ায় নাকচকৃত বীমাদাবীর বিষয়ে বীমাকারী কর্তৃক মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে মামলায় কনটেস্ট না করে আইনজীবীর পরামর্শ মোতাবেক আদালতের বাহিরে সমঝোতা করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে যা নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ঢ-১'**-এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৬-০৭ অর্থবছরে আমানত ১৭.৫০% বৃদ্ধি পেলেও বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে ৬৯.৪৪%। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আমানত ৮.৮৫% বৃদ্ধি পেলেও বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে ৩৩.১২%। ২০০৮০৯ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও আয় কম হওয়ায় নিট লাভ হ্রাস পেয়েছে ২০.৫৫%। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আয় কম হওয়ায় নিট লাভ হ্রাস পেয়েছে ৬২.১২%। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নিট লাভ এত বেশী হ্রাসের কারণ উল্লেখসহ আয় বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৬-২০০৭ হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যাংকিং বিভাগের মূলধন সঞ্চিতি ও দায়ের অনুপাত **পরিশিষ্ট ' ঢ-২'**-এ দেখানো হলো। সরকারি ট্রেজারী বিল বিদেশে রক্ষিত স্থিতি, সরকারের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম বিনিয়োগ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের যে আর্থিক অঙ্গীকার রয়েছে তা মিটানোর জন্য ব্যাংকের ইক্যুইটি ও দায়ের ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে ৯.৬৫%, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৩.০১%, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১০.১৬% এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৭.৩৬% মাত্র। সরকারের আর্থিক অঙ্গীকার পূরণের জন্য ইক্যুইটি ও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের লাভ-ক্ষতি বণ্টনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ঢ-৩'**-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে নিট লাভ ৪৯.৫৭% বৃদ্ধি পেলেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে নিট ক্ষতি হয় ৫৭১.৫৬ কোটি টাকা। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ক্ষতি কাটিয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৯৪৮.৮৯ কোটি টাকা নিট লাভ হলেও তা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৮১.৬৬% কম। অপরদিকে ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন তহবিলে যথাক্রমে ৭৮৩.৯৪ ও ২০২৩.০৯ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হলেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে উক্ত ৩০৭৭.৩৬ কোটি টাকা ঘাটতি পরিলতি হয় এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে উক্ত খাতে কোন টাকা স্থানান্তর করা হয়নি। বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন তহবিল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

- ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ জমা খাতের আওতাধীন সাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট প্রদর্শিত ১৬,৫১,০৮৯ টাকা বহিঃ নিরীক্ষা দলের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ২৩নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ০১-০৬-১৯৮২খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার নং ২ মোতাবেক পর পর তিন বছর কোন স্থিতি অসমন্বিত থাকলে তা অন্যান্য জমা খাতে স্থানান্তরের বিধান রয়েছে। কাজেই উক্ত টাকা সংশ্লিষ্টখাতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ২২নং অনুচ্ছেদ হতে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্লক একাউন্ট ও ডিপোজিট একাউন্টে ৭৪,৪৪,০৬৮ টাকা দীর্ঘদিন ধরে অলস পড়ে আছে। উক্ত টাকা সচল করার নিমিত্তে সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

- ১৯৭৭-৭৯ হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৪০২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৭০টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩২টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ঢ-৪'**-এ দেয়া হলো।

- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ঢ-৫'** এ দেখানো হলো।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক পর্যালোচনা মোতাবেক আলোচ্য সময়ের প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ণ-১'** এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য ২০০৯ ও ২০১০ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৭৫% ও ২৩.০৫%। পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬.৭৭% ও ১৫.৪৩%। ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ২০০৯ এর তুলনায় ২০১০ সালে নিট লাভ বেড়েছে মাত্র ২৩.৬৬%। আয় বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত স্থিতিপত্রে ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রিমিয়াম বাবদ ৪৯৯,১৪,৯৩৫ টাকা অনাদায়ী দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৩,৭৯,৬৭৪ টাকা ২০০২ থেকে বেসরকারি সেক্টরের নিকট অনাদায়ী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যা সত্বর আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন। কারণ প্রিমিয়াম অনাদায়ী থাকার কোন সুযোগ নেই।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে লোন বাবদ ১২,৭০,৮২,২৩৭ টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। যার মধ্যে হাউস বিল্ডিং লোন বাবদ ৯২৩,৬৭,৪১২ টাকা এবং ব্রিজ লোন বাবদ ৩৪৭,১৪,৮২৫ টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সত্বর সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতি পত্রে সুদ ও ভাড়া বাবদ ৪৭,৭২,৯৪,১২৭ টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে যা সত্বর আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতি পত্রে অগ্রিম ও জমাসহ বিবিধ দেনাদার খাতে ১৮,৮৭,৫৮,২৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে। যা সত্বর আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে অন্যান্য ব্যক্তি ও বীমা ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ব্যক্তির নিকট ২৮৬,৫৭,৯০,৪৪২ টাকা পাওনা প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানপূর্বক সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- ১৯৭৪ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৬১৬টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩৮৯টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২২৭টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ণ-২'** এ দেয়া হলো।

- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ণ-৩'** এ দেখানো হলো।

স্বাক্ষরিত

মো: আফতাবুজ্জমান

মহাপরিচালক

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-৪৮০০কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।